মুজিবনগরে ভারতীয় ১১ কেজি গাঁজাসহ আটক-১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১১ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ দীপক (২৬) নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মুজিবনর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজাসহ আটক করেন।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মুজিবনগরের আনন্দবাস বিওপি কমান্ডার হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

মাদক ব্যবসায়ী দীপক মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের উজ্জল হোসেনের ছেলে।

আনন্দবাস বিওপি কমান্ডার হাবিলদার রফিক জানান, গাঁজার একটি চালান পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে একজন পালিয়ে গেলেও ১১ কেজি গাঁজাসহ দীপক আটক হন। এঘটনায় পলাতক রয়েছেন একই গ্রামের পিন্টু হোসেনের ছেলে রাজু আহমেদ (৩২)। তাকেও আটকের চেষ্টা চলছে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটক দীপককে মুজিবনগর থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর বড়বাজার জামে মসজিদের নতুন কমিটি গঠন

অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজনকে সভাপতি ও ওষুধ ব্যবসায়ী সোহেল আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত পরিচালনা কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে এক সভায় অন্তবর্তীকালীন কমিটি ও সাধারণ মুসল্লীদের সিদ্ধান্তে নতুন কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটি গঠন সভায় সভাপতিত্ব করেন আহবায়ক আব্দুল মালেক বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম কালু, হাজি মনিরুল ইসলাম, মো: মুস্তাফিজ, মুনির আহমেদ নাহিদ।

২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব আমিরুল ইসলাম হাসা, সহসভাপতি আলহাজ্ব হসান হাবিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ আব্দুর রকিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ আহসান হাবিব, কোষাধ্যক্ষ নাজমুর সাদাদ বুড়ো, প্রচার সম্পাদক সৈয়দ মঞ্জুরুল হাসান টুটুল, মসজিদের পেশ ইমাম, আলহাজ্ব গোলাম মোর্শেদ চন্দন, রাজিউল হুদা সজল, আলজাজ্ব মো: আব্দুল গনি, জিয়ারুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, মাওলানা মজিবুর রহমান, তাওফিকুল ইসলাম, আব্দুস সোবহান, আনছারুল হক, গোলাম মোস্তফা, ওয়াহেদুজ্জামান বাবু, মনিরুল ইসলাম।

মেহেরপুরের বন্দর মোড়ে বিএনপির পথসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের বন্দর মোড়ে জুলাই আগস্ট গণহত্যার বিচারের দাবিতে আজ শুক্রবার বিকেলে পথসভা করেছে আমদহ ইউপির ৩ নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপির নেতাকর্মীরা।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ।

এসময় তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ছাত্রজনতার স্বপ্নের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঐক্য রাখতে হবে। প্রশাসনের মধ্যে এখনো ঘাপটি মেরে হাসিনা সরকারের প্রেতাত্মা লুকিয়ে আছে। তারা সুযোগ পেলে এ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়।

আমদহ ইউপি’র ৩ নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক

সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহমেদ, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য মজনু মেম্বার, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক বাকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শান্ত, যুবদল নেতা খোরশেদ আলম দুখু, জাহাঙ্গীর, সাইদুর, লিমন প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোল্লা তামিম হুসাইন।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক আটক

২ কেজি গাঁজাসহ লিখন আলী (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে গাংনী উপজেলার কাথুলি বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক লিখন আলী কাথুলি গ্রামের মো: আনসার আলীর ছেলে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে একজন মাদক ব্যবসায়ী কাথুলি বাজারে অবস্থান করছেন এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জীব কুমার পালের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। কাথুলি বাজারের জনৈক খেজমত আলীর মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার ব্যাগের মধ্যে থেকে দুটি প্যাকেটজাত গাঁজার পুটলা উদ্ধার করা হয়।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আগামীকাল শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে পুকুরের পানিতে ভেঁসে উঠলো শিশুর মৃত দেহ

বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে মাসুদ রানা নামের তিন বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা শোলমারি গ্রামে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মাসুদ রানা শোলমারি গ্রামের সেন্টু মিয়ার ছেলে।

নিহত শিশুর মা ডলিয়ারা খাতুন জানান,আমাদের বাড়ির সাথেই আজিজুল ইসলামের একটি গভীর পুকুর। পুকুরের পাড় ভেঙ্গে মানুষের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ঝুঁকি নিয়েই সব মানুষকে চলাচলা করতে হয়। আমাদের বাড়ির পাশেই নানার বাড়ি। আমার ছেলে নানার বাড়ি থেকে বাড়ি আসতে গিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। দীর্ঘ সময় তাকে বাড়িতে না পেয়ে পুকুরে আমার ছেলেকে ভাসতে দেখি। আমার চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে মৃত অবস্থায় শিশু মাসুদ রানার মরদেহ উদ্ধার করে।

শিশুটির পিতা সেন্টু মিয়া বলেন,পুকুরটির চারপাশ ঘিরে রাখা হলে আমার ছেলেকে মরতে হতোনা।
পুকুর মালিকের অবহেলায় আমার তিন বছরের শিশুকে জীবন দিতে হলো।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: আমানুল্লাহ আল বারী বলেন,পুকুরের পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে শিশুটিকে দাফনের অনুমোতি দেয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ২৮৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ২৮৩ বোতল নিষিদ্ধ মাদক ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ দিকে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের

একটি টহল টিম উপজেলা সোনাপুর গ্রামের মাঝপাড়া সীমান্তের ১০৫/৩ এস পিলার থেকে ৪০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাঝপাড়া কবরস্থানের পাশে লিচু বাগান থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেনসিডিল গুলো উদ্ধার করে।

মুজিবনগর বিজিবির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবুল বাশার জানান, ভারত থেকে সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে একটি ফেনসিডিলের চালান আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির টহল টিম অভিযান পরিচালনা করে। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা কবরস্থানে পাশে লিচু বাগানের মধ্যে ফেনসিডিল গুলো ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি সেখানে গিয়ে ২৮৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলের উদ্ধারের বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি জিডি করা হবে এবং ফেনসিডিল গুলো বিজিবি সেক্টরে জমা দেওয়া হবে।

“তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে ফিরিয়ে আানার দাবি”

তারেক রহমানের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিচারপতির আসনে বসানো, খুনি হাসিনার বিচার দাবি ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাংনীতে বিরাট গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পিরতলা সরকারি বিদ্যালয় মাঠে এই গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি বলেন, ভারত খুনি হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এদেশের মানুষ খুনি হাসিনার সেই ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে।

তিনি বলেন, ডক্টর ইউনুসের নামে ষড়যন্ত্রমুলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার হয়ে গেছে। অথচ, এখনো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দায়ের করা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। আমরা দাবি জানাচ্ছি অতিবিলম্বে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হোক। এছাড়া তারেক রহমানের নামের মিথ্যা মামলার রায়ে সাজা দিতে না চাওয়া সেই সৎ ও যোগ্য বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে তার পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল। গাংনীর কোথাও কোন চাঁদাবাজি ও নাশকতা হবে না। গণ-সমাবেশের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে সমবেত কন্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বৈরাচারী সরকারের হাতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত শহীদদের বিদেহী আত্মার ও কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। গণ-সমাবেশে এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক মনির হায়দারের মাতার ইন্তিকাল

দেশের অন্যতম টক শো উপস্থাপক ও আলোচক, বাংলাভিশনের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি মনির হায়দারের মাতা সামছুন নাহার বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জননী।

আজ বুধকার (১৬ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে চার টার সময় মেহেরপুর ২৫০

শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মরহুমার ছেলে গাংনী আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা সাইফুল ইসলাম জানান, আগামিকাল বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯ টার সময় ইসলামনগর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাযা নামাজ শেষে স্থানীয় করবস্থানে দাফন করা হবে।

তিনি জানান, ভাই সাংবাদিক মনির হায়দার মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে নিউইয়র্ক থেকে আজকেই রওনা দিয়েছেন।

এদিকে সাংবাদিক মনির হায়দারের মাতার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মেহেরপুরের সকল সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কাননসহ মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার শোক জানিয়েছেন।

গাংনীতে “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম” স্থাপন

এবার আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে প্রতিষ্ঠিত হলো “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম”।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রামবাসি আয়োজন করে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল শেষে দুপুরের ভোজ।

ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামানের সভাপতিত্ব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি স্টেডিয়ামেরও স্টেডিয়ামের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফিরোজ আলী, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, স্থানীয় বিএনপি নেতা ও সমাজসেবক নুরুল ইসলাম মিয়া, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, ভাটপাড়া (কসবা) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান লুডু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির (ক ইউনিট) এর সভাপতি মোস্তাক হোসেন, বিএনপি নেতা বুলবুল আহমেদ, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাল্টু মিয়া, যুবদল নেতা এনামুল হক, টোকন আলী প্রমুখ। আলোচনার আগে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় দুটি টিমের মধ্যে ফুটবল, জার্সি বিতরণ ও প্রিতী ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

প্রিতী ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি চপল হোসেন, স্থানীয় সমাজ সেবক ও বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম।

এসময় বিএনপি নেতা সমাজসেবক নুরুল ইসলাম শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামের প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য নগদ ৫ হাজার টাকা অনুদান দেন ও পরে আরও ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, খড়মপুর মাঠের মধ্যে প্রায় দুই একর সরকারি খাঁস জমি স্থানীয় কিছু ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র লিজ নিয়ে এতদিন দখলে রেখেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার লোকজন জমিটি উদ্ধার করে খেলার মাঠ তৈরীর ঘোষণা দেন। মাঠটিকে সকলের মতামত নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে এই মাঠটির নামকরন করা হয়।

৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ জাতীয় আট

দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত

জাতীয় শোক, শিশু ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চসহ আটটি দিবস বাতিল করছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত সেপ্টেম্বর মাসে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সরকার এসব জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গত ৭ অক্টোবর তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদসচিব মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন, আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। শিগগিরই এসব দিবস বাতিল করে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বাতিল হওয়া আটটি দিবসের মধ্যে পাঁচটিই শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এর মধ্যে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস।

এ ছাড়া বাতিলের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস, ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেসকো ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বৈশ্বিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সরকার। দিবসটিকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর পরিপত্র জারি করে।

এরপর কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ মার্চের একাধিক অনুষ্ঠান

জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। ওই বছর ১৬ ডিসেম্বর বা বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ইশতেহারকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস পালন করে শেখ হাসিনার সরকার।

পরের বছর দিবসটির নাম পরিবর্তন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস করা হয়। ২০২৩ সালে তা ‘খ’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস’ হিসেবে উদযাপন করা হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ